দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

002

উপজেলা পরিক্রমা

গোবিন্দগঞ্জ

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা), ৫ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— গাইবান্ধা জেলার বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ। রাজ শাসনামলে উপজেলার বর্ধনকুঠীতে ছিল বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের মালিক রাজ রামচন্দ্র শেখর খোকার রাজ প্রাসাদ। ঐ কারণেই এখানে গড়ে উঠেছিল জনাকীর্ণ নগরী। নগরীর পার্শ্বেই ছিল রাজার মনের মত সাজানো ফুলবাগান। সেখানের অনেক রকমের ফুলের মাঝে শোভা পেতো বহু রকমের থোকা থোকা গোলাপ ফুল। সে কারণেই নগরীর নাম রাখা হয়েছিল গোলাপবাগ। এখনও গোবিন্দগঞ্জ বন্দরকে এনামে ডাকার প্রচলন রয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৭টি ইউনিয়নে ৩৩৬টি মৌজার ৫১১টি গ্রাম রয়েছে। এর আয়তন ২৮৬ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩,২১,৫৫০ জন। এরমধ্যে ১,৬২,৫৩২ জন পুরুষ এবং ১,৫৯,০১৮ জন মহিলা।

এ উপজেলায় ৩টি কলেজ, ৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৬টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ১৫২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। অপরদিকে এখানে ১টি কামেল, ৫টি ফাজেল, ২১টি দাখেলী ও ১৮৫টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। তবে সরকারী কলেজ ও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শিক্ষিতের হার ২৬ শতাংশ।

এ উপজেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা ও উপজেলাসহ রাজধানী ঢাকার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। গত বন্যায় এ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত রেল ও সড়ক পথ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উপজেলাবাসী প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। এখানের ৯০ শতাংশ লোকই কৃষিজীবী। আবাদি জমির পরিমাণ ৮১ হাজার ১শ' ৫০ একর ও অনাবাদি জমির পরিমাণ ২ হাজার ৯শ' ৩৫ একর। ধান, পাট, ইক্ষু, গম ও তরি-তরকারী উপজেলার প্রধান অর্থকরী ফসল।

উপজেলার প্রধান শিল্প কারখানার মধ্যে মহিমাগঞ্জ চিনিকল ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে তাঁত ও কুটির শিল্প উল্লেখযোগ্য।

এখানে ১টি পশু চিকিৎসালয়সহ ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৯টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ৩১ সজ্জাবিশিষ্ট গোবিন্দগঞ্জ হাসপাতালটি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এখানকার বেশীরভাগ মানুষ রোগাক্রান্ত। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে অনেক শিশু।

এ উপজেলায় ১৫টি হাট এবং ৯টি বাজার রয়েছে। হাট-বাজারগুলোতে সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে কাদা-পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। এছাড়াও রয়েছে জায়গা সংকুলানের অভাব।